সেবাকে লেখা সাতখানি পত্র

(১)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থায়ী সভাপতি :"আলো" সাহিত্যচক্র।
৪১ নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

মঙ্গলবার, সকালবেলা
১২.৩.৪০

কল্যাণীয়াসু,

সেবা, তুই চলে যাওয়ার পরে তোর কথা আমার বড্ডমনে পড়েচে এবার। ভারি মন খারাপ হোত তোর কথা ভেবে।তোর চিঠিখানা আমি পেয়েছিলাম, সেখানা আমার ঘরের জানালা দিয়ে পিওনে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, খাটের তলায়গিয়ে পড়েছিল আমি ঘাটশিলা থেকে সরস্বতী পুজোর পরেযখন ফিরলাম, তখন ওখানা একদিন আমার চোখে পড়লো।

সরস্বতী পুজোর দিনটা ঘাটশিলায় বেশ কেটেছিল। যেরাত্রে আমরা সিনেমা দেখে এলাম, তার পরদিন সকালেই আমিতো গেলাম ঘাটশিলা। ঘাটশিলা জায়গাটা শিলং-এর চেয়েওভালো—এ-কথায় তুমি হাসতে পারো জানি কিন্তু না দেখলেকি করে বোঝাবো ?যাক্ সে কথা। সরস্বতী পুজোর দিনসকালে উঠে পাশের ডি বং-এর বাংলোয় চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষাকরতে গেলাম। অঞ্জলি না দিয়ে চা খেলাম কেন ভাবচিস ?চাখেতে কোনো দোষ নেই। শোন তার পরে। চা খেয়ে এসেদেখলাম মেয়েদের মতলব দু মিনিটের পথ সুবর্ণরেখার ধারেগিয়ে পিকনিক হবে। সেই উদ্দেশ্যে আশপাশের দু-তিনখানা বাংলোর মেয়েরা আমাদের বাসায় একত্র হয়েচে।

জিনিসটা আমার মনে নিল না। এমন সুন্দর দিনটা নষ্ট হবে বাড়ির এত কাছে সুবর্ণরেখার ধারে হৈ-হল্লার মধ্যেপিকনিক করে ?আমি আমার ভাগ্নে শান্তকে বল্লাম—চল তুই আর আমি নদীর ওপারের পাহাড়ে বেড়িয়ে আসি। সেবল্লে–বেশ চলো মামা। অমরবাবু বলে আর এক ভদ্রলোকজুটে গেল আমাদের সঙ্গে। সবাই মিলে সুবর্ণরেখা হেঁটে পারহয়ে সুন্দর শাল মহুয়া পলাশের বনের ছায়ায় ছায়ায় প্রায় সাত মাইল রাস্তা অতিক্রম করে পাহাড়ের তলায় গিয়ে যখন পৌঁছেচি, তখন বেলা বারোটা।

একটা সোজা পথ উঠে গিয়েচি পাহাড়ে চেরা সিঁথির মতো, চারা শালবনের মধ্যে দিয়ে। বেশ দুরারোহখাড়াই—অমরবাবু আর আমার কষ্ট হল উঠতে কিন্তু শান্তদশ বছরের ছেলে, বেশ উঠে গেল। ওপরে উঠলাম তখন বেলা একটা। নিবিড় বন পাহাড়ের ওপরে, পাহাড় একটানয়, একটা পাহাড়শ্রেণী, প্রসার ৪০ মাইল বিস্তৃত উড়িষ্যারময়ূরভঞ্জের সীমানা পর্যন্ত। জঙ্গলে আমরা বুনো হাতির পায়েরদাগ পেলাম। প্রথম পাহাড়টা অতিক্রম করে ওপরের বনাবৃতউপত্যকায় যখন নেমেছি তখন বেলা আড়াইটে। ভারি সুন্দরছিল সেই উপত্যকাটা, তার ঘন বনানী, ওপারের পাহাড়েরছায়া। সকলের খিদেও পেয়েচে। কোথায়ই বা খাবার আর কোথায় বা জল ?শান্ত কেবল বল্লে—মামাবাবু, এতক্ষণসরস্বতী পুজো হয়ে গেল, আমার আর অঞ্জলি দেওয়া হল না।

দেখা গেল সেই বনে আমলকীর গাছ রয়েচে অনেক।আমলকী ফলেও আছে। শান্ত পাথর ছুঁড়ে আমলকীপাড়লে—সবাই মিলে সেই আমলকী খেয়ে জলের তেষ্টাটানিবারণ করলুম। বেলা পড়ে আসচে দেখে আমরা ফিরলাম।পাহাড় থেকে যখন নেমেচি তখন বেলা ৪টা। ওখানেএকটা ঝরনার জল সবাই খেলাম—আমি স্নান করলাম সেজলে। পাহাড়ের এদিকের ঢালুতে লম্বা ছায়া পড়েচে অনেক দূর। সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত—আমরা পাথরের

ওপর বসে বিশ্রামকরলুম অনেকক্ষণ—তারপর আবার সাত মাইল হেঁটে যখনসুবর্ণরেখার ধারে এলাম তখন সন্ধ্যা হয়েচে, জ্যোৎস্না উঠে সুন্দর দেখাচ্চে সুবর্ণরেখার বিস্তীর্ণ বালুচর। পার হয়ে যখন বাসায় পৌঁছই, তখন রাত প্রায় পৌনে আটটা। সারাদিনের পর প্রথম আমরা চা আর কিছু খাবার খেয়ে বাঁচি।

তোর কথা বড় মনে হয় সেবা। তোর দেওয়া সেইমশলাগুলো এখনো আছে, অল্প অল্প করে খাই, ফুরিয়ে যেতে দিইনে—খাবার সময় দেওঘরের কথা মনে পড়ে। বেশকেটেছিল দেওঘরের দুটোদিন—না ?

আমি ইস্টারে নিশ্চয়ই শিলং যাবো। তোর মাসিমাকেবলিস্, সেবা। আমার খুব শীগগির তোদের সঙ্গে দেখা হবে।সামনের বৃহস্পতিবারে বোধহয় এ চিঠি পৌঁছবে—তার পরেরবৃহস্পতিবারেই আমি এখান থেকে রওনা হবো।

স্নেহাশীর্বাদ নিয়ো। আশা করি শরীর ভালো আছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থায়ী সভাপতি :"আলো" সাহিত্যচক্র। ৩.৪.৪০

৪১ নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

কল্যাণীয়াসু,

সেবা, তোদের ওখান থেকে এসে সত্যিই বড় মনেরকষ্টে আছি। এখানে খুব রোদ উঠচে বটে, কিন্তু এখন মনে হয়শিলং-এর দিনগুলো খুব ভালোই ছিল। আজ বুধবার। কেবলইমনে হচ্চে গত বুধবারে শিলং-এ এতক্ষণ আমরা সব একসঙ্গেলেকে বেড়াচ্চি কিংবা হোটেলে আমার ঘরে বসে গল্প করচি।ভাবলে মনেহচ্চে সেসব যেন স্বপ্ন। সেই যে সেদিন ক্রিনোলিনফল্স্এর ওপরের পথটাতে আমরা বেড়াতে গিয়েছিলামসেই দিনটার কথা এখন কেবলই মনে হয় সেই—পথের পাশে খড়ে সেই রোডোডেনড্রন ফুল ফুটে থাকবার কথা। এখানকারঅদ্ভুত রৌদ্রালোকিত দিনগুলো পেয়ে আজকাল কেবলই মনেহয় ভগবান এর খানিকটা রোদ যদি শিলংকে ধার দিতেন।শিলং-এ আর একটু গরম বাড়লে কি ক্ষতি হোত। তাতেযাঁদের অসুবিধে মনে হবে ওখানে, তাঁদের সকলকে বরফের সিন্দুকে পুরে চাবি দিয়ে রাখলেই চলবে। আসবার দিন মোটর ছাড়লে কেবলই মনে হয়েচে কতক্ষণ নংপো গিয়ে নামবো।তা হলে শীত অনেকটা কমে যাবে। আমার সঙ্গে কলকাতায় কয়েকটা বড় লোকের ছেলে আসছিল। তাদের কথাবার্তাশুনে মনে হল ওদেরও খুব শীত লেগেছে শিলং-এ। একজনবলছিল মুসৌরি গিয়েচি, ল্যান্ডর গিয়েচি, এমন শীত কোথাওদেখিনি। নংপোতে এসেও শীত বা মেঘ বিশেষ কিছু কমলো বলে আমার তো মনে হল না। গৌহাটিতে নেমে তখন বুঝলামআর শীত নেই।

শিলংকে মিথ্যে দোষ দিয়েচি। ইস্টারের সপ্তাহে বাংলাদেশের সর্বত্র ঝড়বৃষ্টি শিল ইত্যাদি হয়েছিল। কলকাতায়নাকি একদিন এমন বৃষ্টি হয়েছিল যে রাস্তায় জল জমেছিলএকহাঁটু। আমাদের দেশে বনগাঁয়ে ওইদিন একটা লোক বজ্রপাতে মারা যায়। কোন্‌দিন জানিস্, যেদিন শিলং-এ তুইআমায় শিলের কেক খেতে দিয়েছিলি সন্ধ্যাবেলায়। ওঃ এখানেবসে সে সব দিনের কথা এখন স্বপ্ন বলে মনে হচ্চে সেবা।

অত ফুল আর কোথাও কখনো দেখিনি। এবারে শিলং-এযা দেখে এসেচি। সেদিনকার লোকে তোলা সেই ফর্গেট্-মি-নটআর ভায়োলেট্গুলো আমি বৃহস্পতিবার কলকাতা পৌঁছেআমাদের বারবেলা ক্লাবে নিয়ে যাই সন্ধ্যার সময়। তখনো পর্যন্ত বেশ ছিল। তার পরদিন গেল খারাপ হয়ে—কেবল সেই লাল পাতাটা এখনো আছে।

কলকাতা শহরে ঝাড়ুদারেরা ধর্মঘট করার দরুন আজপঙ্কিল শহরের অবস্থা ছিল খুব খারাপ। আজ সকাল থেকে নাকি ওরা কাজ করচে শুনেচি। আমি আজ এখনও রাস্তায় বারহইনি। আজ আমাদের ছুটি। ভাবচি এইবার একবার কলকাতারবাইরে কোথাও বেড়াতে যাবো। এবার আমি ইউনিভার্সিটির Scrutineer হয়েচি ম্যাট্রিক কাগজের। এক এক subject-এসাত আটজন করে থাকে। পরীক্ষকদের পাঠানো কাগজদেখতে হয়। এখনো সময় হয়নি, ১৫/১৬ই এপ্রিল থেকেদেখতে আরম্ভ করবো।

তোদের ছেড়ে এসে আমার মন ভালো নেই সেবা—এইযে এখন চিঠি লিখচি, কেবলই শিলং-এর কথা মনে পড়চে। কিভালোই লেগেছিল সেবা তোদের সকলকে। তোর মাসিমাকে।তোদের সেই পাইনবন ঢাকা রাস্তাটিকে, জর্জিনাকে, লাবানপিকের গায়ে মেঘের খেলায়। তখন তত হয়তো বুঝতেপারিনি—এখানে এসে যত দিন যাচ্চে, contrast-এ আরোবেশি করে বুঝচি। তোদের কাছে যা সেবাযত্ন পেয়ে এসেছি, এখানে কোথায় তা কার কাছে পাবো ?তাই মনে করে বড় কষ্টহয়।

সেইজন্যেই তো, আবার তোদের দেখতে ইচ্ছে হচ্চেএরই মধ্যে। কিন্তু বোধহয় দূর হয়ে ভালোই হয়েচে সেবা।কাছে থাকলে মানুষের মর্যাদা বোঝা যায় না, দূরে গেলে যেমনবোঝা যায়। তোমার মাসিমাকে কি করেই বুঝেছি এখানেএসে ! সতি, সব কষ্ট কি মুখে বলা যায় ?

জর্জিনাকে আমার কথা বোলো। ওকে ভারি ভালোলেগেচে—চমৎকার মেয়ে। ওর আবদার, ওর ছেলেমানুষিসব নিয়ে ও চমৎকার। অবিশ্যি করে ওকে বলবে আমার কথা, আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিও।

তোর সঙ্গে যা কথা হয়েচে তা মনে আছে তো ?অর্থাৎম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে তুই আমাদের এখানে বেড়াতে আসবি, ঘাটশীলায় গিয়ে যতদিন ইচ্ছে থাকবি। এ কিন্তু করা চাই-ইসেবা, নইলে ভারি দুঃখিত হবো।

তোর দেওয়া ভাজা মশলাগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েচি। মাঝে মাঝে খাই, ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে বেশি করে খেতেপারিনে। চিঠি দিয়ো অবিশ্যি করে। এখন এতদিন পরে কি মনে হচ্চে জানিস্—সুপ্রভা বা সেবা বা জর্জিনা বলে মেয়েরা কিকোথাও আছে ?পাইন বনে ঘেরা মেঘে-ঢাকা জায়গা আছেপৃথিবীতে শিলং-এর মতো ?

কলকাতায় খররৌদ্র চৈত্র দুপুরে নিজের ঘরটিতে বসে চিঠি লিখতে লিখতে মনে হচ্চে সব অবাস্তব—সব স্বপ্ন। তোরচিঠি পেলে বুঝবো স্বপ্ন নয়, অবাস্তবও নয়। রাজশেখর বসুর সেই গল্পের মতো সব আছে !'সব আছে, মহেশ, সব আছে !'মনে হচ্চে ?

স্নেহাশীর্বাদ নিয়ো।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থায়ী সভাপতি :"আলো" সাহিত্যচক্র।
৪১ নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

ঢাকা
১৬.৪.৪০

কল্যাণীয়াসু,

সেবা,নববর্ষের প্রীতি ও স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ করো। তোমার চিঠিখানা কাল পেয়ে বড়খুসি হয়েচি। জর্জিনাকে বোলো তারহাতের লেখাও আমায় বড় আনন্দ দিয়েচে। বড্ড শেষকালেতোমাদের সঙ্গে ভালো করে আলাপ জমলো। তাই ভেবে বড়কষ্ট হয়। কাল আমার রেডিওর লেখাটা শুনেছিলে কি ?আমারগলা শুনে বোঝা গিয়েছিল ?

ঢাকা কিরকম লাগলো জানতে চেয়েচ। ঢাকা আমার ভালো লাগেনি। কাল বিকেলে রেডিও আপিসে যাওয়ার পূর্বেএখানকার ইউনিভার্সিটি টাউন রস্‌নাতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। মোহিতলাল মজুমদারের বাড়ি বসে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। জায়গাটা ভালো। আমার আসবার কথা শুনে ইউনিভার্সিটিরঅনেকগুলি ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। আজ একটা পার্টিতে আমায় নিমন্ত্রণও করেচে। কিন্তু সেখানে যাওয়াহবে কি না জানি না। কারণ রেডিওতে আজ আমার একটাবক্তৃতা রেকর্ড করবে ওবেলা। সেইজন্যেই আজ এখানে রয়েগেলুম। কাল কলকাতা যাবো।

ঢাকা শহরের মধ্যে রমনা অঞ্চলটাই ভালো, অন্য অঞ্চলবিশেষ ভালো নয়। খোলা ড্রেন, সংকীর্ণ গলিঘুঁজি রাস্তা, যেমনবালি, উত্তরপাড়া, গোয়াড়ি প্রভৃতি টাউন—অমনিই দেখতে, কোনো তফাৎ বুঝতে পারলুম না।

শিলং-এ গরম হচ্চে ?হাসির কথাই বটে। আমার পক্ষেকল্পনা করাও শক্ত। গবর্নরের গরম লাগলে আমি কি বলেছিলুম মনে আছে Ice-chest-এর মধ্যে পুরে রাখবার কথা—তোরসম্বন্ধেও সেকথা বলতে পারি।

ঘাটশিলাতে এবার গিয়ে একটা সুন্দর বন আবিষ্কারকরেচি—সেদিন বৌমা, আমি, আমার ছোট ভাই সব বেড়াতেগিয়েছিলুম। তুই যখন আসবি সামনের বছর, ওই বনটাতেআমরা বেড়াতে যাবো। কেমন তো ?

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—জর্জিনাকে স্নেহাশীর্বাদ জানিও।

Georgina

I am glad to have a line from you. Please accept my affection & blessings of the new year. Remembermeeven if wedonotmeetagain.

Bibhuti Banerjee.

(৪)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থায়ী সভাপতি : "আলো" সাহিত্যচক্র।
৪১ নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

২০.৮.৪০, ৪ঠা ভাদ্র
মঙ্গলবার

কল্যাণীয়াসু,

সেবা, অনেকদিন পর তোর চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েচি।তোদের কথা আমি সর্বদাই মনে ভাবি। দেখতেও বড় ইচ্ছে করে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই কি সব কাজ হয় ?তোর আয়না চিরুণী, তোর মশলা সর্বদা আমাকে তোর কথা স্মরণ করিয়েদেয়। একদিন না একদিন কোথাও দেখা হবেই, এই একটা খুববড় সান্ত্বনা।

শিলং-এ খুব বৃষ্টি হচ্ছে ?বাংলাদেশে এবার বৃষ্টি নেই।গত শনিবার বারাকপুরে গিয়েছিলাম, পথে ঘাটে এতটুকু কাদা নেই, ধুলো উড়চে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে এমন অনাবৃষ্টি আমিনিজেও কখনো দেখেচি বলে মনে হয় না। বৃষ্টি

নাহোক আমি যা ভালোবাসি,তা যথেষ্টই পেয়েচি-রোদ। অদ্ভুত রোদের রং। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মতো সাদাটে নয়—সোনালী রঙের। যত বেলা যায় তত সোনালী রং খোলে, সিঁদুরের মতো রাঙা হয়ে যায় সূর্য অস্ত যাবার সময়। ইছামতীতে ঢল নেমেছে। পরশু রবিবার বিকেলে কতক্ষণ নদীর ধারে কুঠির মাঠের বনঝোপেরছায়ায় বসে রইলুম। বসে বসে কত কথা মনে এল। সাত আটবছরের কত সব কথা। ষাঁড়া ঝোপে সন্ধে নামলো, আমিওধীরে ধীরে নদীর ধার থেকে উঠে এলাম। শিলং-এ এরকমরোদ আছে ?নেই। সর্বদা বৃষ্টি-ভিজে পান্তা ভাত। শিলং-এরপ্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিছু নেই তা বলিনি, তবে ও যেন মিয়োনোমুড়ির মতো। আমাকে appeal করে না। যতই তুমি চটে যাওসেবা, আমায় সত্যি কথা বলতেই হবে। তবে হ্যাঁ গরম নেই।ওই একটা সুবিধে। এখানে এক-একদিন এমন গুমোট গরম যেমনে ভাবি শিলং চলে যাবো।

পুজোর ছুটিতে আমি কিছুদিন বারাকপুরে এবং কিছুদিনঘাটশিলা থাকবো। এক জায়গায় থাকতে পারিনে, কেবল ঘুরেঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে, বেড়াইও। কেমন যেন হয়ে গিয়েচেজীবনে বুঝিনে কিছু।

'নরসিংহ দত্তের গলি' এখনো লিখিনি। পুজোর সময় কয়েকটি কাগজে লেখা দিতে হবে বলে লিখচি। আজকালরেডিওতে প্রায়ই যুদ্ধ বিষয়ক বক্তৃতা ছাড়া অন্য কিছু হচ্চে না—হলেও তেমন টাকা দেয় না। এজন্য অনেকেই রেডিওছেড়েচে। যুদ্ধ না মিটলে আর কিছুর সুবিধা হবে না। সামনের শনিবার আমি ঘাটশিলা যাবো। জন্মাষ্টমীর ছুটি আছে। বর্ষায় ওখানকার পাহাড় খুব শ্যামল হয়েচে। একটা পুরোদিন পাহাড়েও জঙ্গলে কাটাব ঠিক করেচি। কলকাতায় অনেকদিন আটকে থেকে মুক্ত স্থানের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

আমার অনেক সময়ই মনে হয় কোন্ কথা জানিস সেবা—সেই যে পাহাড়ের ওপরে পাকদণ্ডীর পথ দিয়ে তুই আর আমি উঠেছিলাম সেই ছবিটা। আর আমরা ক্লান্ত হয়ে বসলুম যে জায়গাটা, কেমন এক ধরনের ফুল ফুটেছিল (রোডোডেনড্রন নয়) মনে আছে ?কতবার যে ঐ কথা আরসেই ফুলগুলোর কথা মনে হয়েচে ! তখন এক অন্যদিন ছিলসেবা—এখন গোটা পৃথিবীটাই বদলে গিয়েচে।

'মৌচাক' ঠিকমতো যাচ্ছে তো ?তোমার মাসিমাকে বলবে উপন্যাস সামনের সপ্তাহে পাঠালেও চলবে। কিন্তুছোটগল্প থাকলে, এখুনি পাঠানো উচিত। ঘাটশিলায় জন্মাষ্টমীরদিন 'সুবর্ণ সঙ্ঘের' অধিবেশনে তোমার মাসিমার উপন্যাসের যতটা বেরিয়েচে পড়া হবে। ওখানকার সেক্রেটারি আমায় চিঠিলিখেচে ফাইলগুলি নিয়ে যেতে। খুব সম্ভব ডা. কালিদাস নাগ সভাপতিত্ব করবেন। কারণ তাঁর ওখানে বাড়ি আছে, ছুটিতেথাকেন। আমাদের কলকাতা 'বারবেলা' ক্লাবে পড়বার জন্য একটা কবিতা পাঠিয়ে দিতে বলিস তোর মাসিমাকে।

বীণার বিয়ে হয়েচে জেনে খুশি হলাম। বীণা বেশ মেয়ে। সেবার (৩৮ সালে) ওদের বাড়িতে শ্রাবণ মাসে গিয়ে তালের বড়া খেয়েছিলাম মনে আছে ?জর্জিনা কেমন আছে ?তাকে আমার কথা বলিস। তুমি আর জর্জিনা আমার স্নেহাশীর্বাদ নিয়ো। আমার শরীর মন্দ নয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

কলিকাতা

৭.৯.৪০

কল্যাণীয়াসু,

সেবা, ভারি খুসি হয়েচি তোর চিঠি পেয়ে। তোরকথা কত মনে হয়, আমি মনে মনে কতবার শিলং-এর সেইপাহাড়ের ওপরকার পথটায় ক্রিনোলিন ফলসের ওপরটাতে বেড়াতে গিয়েচি। এক জায়গায় বনের ফুল ফুটেছিল, তুই আর আমি বসেছিলুম। মনে আছে। জায়গাটা ভারি সুন্দর লেগেছিল তখন।

শিলং এর খারাপ কিছু নয়, সব ভালো—দোষের মধ্যেবৃষ্টি আর শীত। অমন সুন্দর পাইনবন, অমন পাহাড়, অমনফুল কোথাও নেই জানি কিন্তু সব একদম ভিজে—সূর্যালোক তপ্ত নয়। আলোছায়ার খেলা, রঙের খেলা কম অন্তত আমিতো আদৌ দেখিনি। ওই যা বলেচি মিয়োনো মুড়ির মতো।আমার এতটুকু ভালো লাগে না। ওখানে কখনো যেতাম না যদিতোমারা না থাকতে। তবে যদি ফুলের কথা বল। আমি স্বীকারকরচি, ফুলের রাজ্য বটে শিলং।

'নজর নেহি আতা' গানখানা ভালো লাগে না তোর?কি সুন্দর গেয়েচে ওখানা। আমি যে কতবার রেকর্ড শুনেছি, সেদিনও শুনলুম এক বন্ধুর বাড়িতে। একটা কথা বলি। কোনো এক জায়গায় সেদিন গান শুনলাম "চম্পক জাগোজাগো"–গানের প্রথম লাইন শুনেই (গলার গান, রেকর্ডেরনয়) আমার মনের মধ্যে যেন কেমন করে উঠলো—এ গান যেন কোথায় শুনেচি। অনেক কিছু যেন জড়ানো আছে এ গানের সঙ্গে। প্রথমেই কিছুতেই ধরতে পারিনে। তারপর হঠাৎ মনে পড়লো, তোদের হোস্টেলে সেদিন আমি 'পুরানো পুঁথি'পড়েছিলুম। সেই সভায় ঐ গানটা সর্বপ্রথম রেকর্ডে বেজেছিল।আবার চোখের সামনে দেখলুম, সেই ঘরটা, বাইরের পাইনবন, তোরা সকলে, সেই শীত, সেই মনের ভাব, সেই সন্ধ্যাটি।

ফটো একটা পাঠাব শিগ্‌গির। পরিমল গোস্বামী খুব ভালোফটো ওঠাতে পারে। ওকে বলেচি ফটো তুলবার জন্যে। ওরফোটো খুব ভালো হয়, ওর সুবিধে হলেই তোলা হবে।

একবার শিলং-এ যেতে বলেচ, নিশ্চয়ই যাবো—তবেআর কিছুদিন যাক। আমার কি শিলং যেতে ইচ্ছে করে না, তোদের দেখতে ইচ্ছে করে না ?খুব করে। কল্পনায় কতবারদেখেচি, আমি 'হ্যাঁপি লজ'-এর সেই ছোট্ট ঘরটায় বসে আছি।চেয়ারের ওপর বসে আছি—আর তোরা, তোর মাসিমা খাটেরওপর সবাই বসে গল্প করচে,এছবিটা রোজ রোজ যেন একবারকরে দেখি। কোন্ দিনটার কথা মনে হয় জানো ?যেদিন আমি শিলং থেকে চলে এসেছিলুম, সেই দিনটির কথা। নির্জনে বসেথাকলে প্রায়ই ছবিটা মনে আসে। শিলং এর থেকে আসবারসময় একটা সাদা কৌটোতে ভাজা মশলা দিয়েছিল তোর মাসিমা—সেটা এখনো আছে, ভরসা করে খাইনে ওই দিনটিরকথা মনে রাখবার জন্য।

পুজোয় গল্প বেরুবে 'প্রবাসী', 'যুগান্তর', 'বাতায়ন' 'বঙ্গশ্রী' দেবসাহিত্য কুটিরের ছেলেদের বই মায়ামুকুর', এ পর্যন্ত লিখেচি আর যদি পারি তবে লিখতে হবে আনন্দবাজার', 'নবশক্তি', 'সোম' ও 'মৌচাক'-এ। আগেরগুলোতে লেখাদিয়েচি। এগুলোতে দেবো ভাবচি। অনাথবন্ধু বেদজ্ঞকে একটা কিছু দিতে হবে। লিখেচে 'আপনার কাছে লেখা চাইবার ভরসাকরিনি। শুধু সুপ্রভাদেবীর জোরে ও ভরসায় আপনাকে লেখারজন্য তাগিদ দিই। তোমার মাসিমার নাম যখন করেচে, ওদেরনিশ্চয়ই লেখা দেব।

ঘাটশিলা চমৎকার জায়গা, আমাদের বাড়ি থেকে কিছুদূরে একটা শালবন আছে। সেদিন বিকেলে রাঙা রোদ পড়েচে শালবনের গায়ে। পাহাড়ের মাথায় কতক্ষণ বসে বসে কি কথা ভাবলুম বল দিকি ?নির্জনে বসলে সেই কথাই শুধু মনেপড়ে আমার। জন্মাষ্টমীর দিন ভোরে বৌমাকে বল্লাম, একটু খাবার করে দাও। চা আর খাবার খেয়ে বেরুবো, কখন আসিঠিক নেই। তারপর সাত মাইল দূরের একটা পাহাড়ের বনের মধ্যে ঢুকে বেশ একটা ঝরনা, তারই ধারে পাহাড়ের ওপরকতক্ষণ বসে রইলুম। নিবিড় বন সেখানটাতে, একটু একটুভয়ও করছিল কারণ বর্ষাকালে বুনোহাতি বার হয় জানা ছিল। ঝরনার ধারে স্পাইডার লিলির বন। খুব ফুল ফুটেসুগন্ধ বেরুচ্চে,

মেঘাচ্ছন্ন দিন। বেশ লাগছিল। তুই নিশ্চয়ই আসবি ঘাটশিলায়। কি যে খুসি হব সেবা। অবিশ্যি তোর কষ্ট হবে, কারণ তেমন ভাবে রাখতে হয়তো পারব না—স্নেহভরেকষ্টটুকু সহ্য করে থাকবি।...

তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ নিয়ো ও জর্জিনাকে জানিও।আশাকরি তোমরা ভালো আছ। ৪ঠা অক্টোবর আমাদের পূজারছুটি হবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬)

Bibhuti Bhushan Bandyopadhyaya

41 Mirzapur Street

Calcutta ১২ই আশ্বিন, '৪৭ সাল

কল্যাণীয়াসু,

সেবা, খুব তাড়াতাড়ি এ পত্র লিখচি। সময়ের অভাবেতোর চিঠির এতদিন উত্তর দিতে পারিনি। পুজোর সময়টা প্রতিবছরই এরকম ব্যস্ত থাকতে হয়। কাল থেকে লেখার ভিড়একটু কমবে আশা হচ্চে।

'মাতৃভূমি'-ওয়ালাদের টাকার জন্য অনবরত তাগাদাদিচ্চি। মধ্যে এদের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হেমেন্দ্র দত্তেরশরীর অসুস্থ হয়েছিল। এখন ভালো হয়েচে। গত মঙ্গলবারেআমি নিজে গোপালবাবুর বাড়ি গিয়ে টাকার জন্য বলেছি।গোপালবাবুকে হেমেনবাবু বলেচেন এই সপ্তাহে টাকা পাঠিয়েদেওয়া হবে—তবে পুরো টাকা এখন ওরা দিতে পারবে না—চার কিস্তিতে টাকা শোধ দেবে। আর একটা কথা তোমারমাসিমাকে বোল, সজনী দাস সেদিন বল্লে। তোমার মাসিমারকবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি জগদীশ সেখানে দিয়ে দিয়েচে।পুজোর পর প্রেসে যাবে। আমি বলেছিলুম পুজোর আগেইপ্রেসে দিতে। কিন্তু এখন প্রেস বড় ব্যস্ত। এ সময় পেরে উঠবে না। তোর ফোটোর ব্যবস্থা করেচি। পরিমল ফোটো তুলেচি।এখনও প্রিন্ট করে আসেনি, এলেই পাঠিয়ে দেবো।

আর একটা কথা। একজন পাব্লিশার একখানা এক টাকাদামের উপন্যাস চায়। আমার কাছে এসেছিল। আমার হাত এখনখালি নেই। আমি তোমার মাসিমার কথা বলেচি। ঠিকানাওদিয়েছি। ওরা যদি চিঠি লেখে তবে তোমার মাসিমাকে বোলো লেখা দিতে যেন রাজি হয়ে যায়। টাকার কথা লেখালেখি করেযেন ঠিক করে।

চিঠি লিখলুম এ ক'লাইন অতি কষ্টে ঘরের মধ্যেদশজন লোক বসে সকালবেলা। আমার ভবিষ্যৎ ঠিকানাঘাটশিলা। মঙ্গলবারে সেখানে যাব—অনেক জায়গায় ঘুরবোকাছাকাছি কালীপুজোর সময় রাঁচি সাহিত্য সম্মেলনেসভাপতিত্ব করবো।...'আদর্শ হিন্দু হোটেল' পেয়েচ কি ?বই পাঠান হয়েচে। তোমার মাসিমার গল্পটি "হিন্দুস্থান" সম্পাদকনিয়ে গিয়েচে, শারদীয়া সংখ্যায় বার হবে।

স্নেহাশীর্বাদ নিয়ো। বড় ব্যস্ত।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—পুঃ তুইও ঘাটশিলার ঠিকানায় চিঠি দিবি, সেবা। তোমার মাসিমার চিঠি না পেলে আমি বড্ড কষ্ট পাবো। চিঠি যেন পাই। পাই, পাই।

(৭)

Bibhuti Bhushan Bandyopadhyaya

ঘাটশিলা

১৮ই আশ্বিন, শুক্রবার

'৪৭ সাল

কল্যাণীয়াসু,

সেবা, গত বুধবার ঘাটশিলা এসেচি, বৃহস্পতিবারসকালেই তোমার চিঠি ও তোমার মাসিমার দেওয়া রুমাল পেলাম। কত যে আনন্দ দিয়েচে তা বলাই বাহুল্য।

ঘাটশিলায় বেশ শীত পড়েচে। মানে মন্দ শীত নয় তবেকি আর তোদের শিলং-এর মতো ?শিলংয়ের শীতের গল্প কালএখানকার এক ভদ্রলোকের বাড়ি বসে সন্ধ্যাবেলা বলছিলাম।বিশেষ করে কোন সময়ে জানো, মনে আছে আমি প্রথম দিনযেবার তোদের হোস্টেলে যাই। সন্ধ্যার পর জর্জিনা আর তুইদুজনে আমার সঙ্গে এলি, পাহাড় থেকে আমায় নামিয়ে দিতে।মনে পড়ে ?অমন শীত আমি জীবনে কখনো অনুভব করিনি।ভালো জায়গা হলে কি হবে, অতটা ঠাণ্ডা না হলেও কোনোক্ষতি হোত না।

এখানে এখন বেশ। দিব্যি নীল আকাশ, পাহাড়গুলোসবুজ, পরিপূর্ণ আলো, শিশিরসিক্ত প্রভাত। স্নিগ্ধ সন্ধ্যা।জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি কলকাতার মেসের গুমোট গরম আর কাঁচের দোকানের রেডিওর বিরামহীন একটানা কর্কশআওয়াজের পরে কি চমৎকার যে লাগচে।....

আমার এবার পুজোতে বড় ঘোরাঘুরি। লম্বা ভ্রমণতালিকা। অনেক রকম কাজ। যখন যেখানে থাকি তোকেচিঠি দেবো। তবে চার-পাঁচদিনের বেশি কোথাও থাকবো না।ঘাটশিলা থেকে চলে যাচ্ছি রাঁচি এক্সপ্রেসে কলকাতা। সেখানথেকে যাব বনগাঁ হয়ে বারাকপুর। কিন্তু সেখানে থাকব মাত্র দুদিন। দ্বাদশীর দিন সেখান থেকে বেরুবো। অতএব ইতিমধ্যেকোনো চিঠি দিয়ো না। দিলে পাবো না। চিঠি পাবার কোনোউপায় নেই। আমি সুবিধেমত তোকে চিঠি দিয়ে যাবো। যেখানে যখন যাবো সেখান থেকে। তবে একটা কথা বলে রাখি। ৩০শেঅক্টোবর কালীপূজার দিন আমিরাঁচি যাব। সেখানে হিনুসাহিত্যসম্মেলনে আমি সভাপতি। তিনদিন সেখানে অধিবেশন হবে। কালীপুজোর দিন প্রথম অধিবেশন। সেদিন সেখানে গিয়ে যেন তোর আর তোর মাসিমার চিঠি অবিশ্যি পাই। বড় আনন্দ পাবতা হলে। ঠিকানা দিলাম।

C/o, Sudhakanti Roy.Secretary, HinuLiterasyConference.

C/91 Hinu

P.O. Hinu, Ranchi.

'মাতৃভূমি' টাকা পাঠিয়েছে জেনে খুশি হয়েচি। পুজোরপর যাতে আরো একটা Instalment পাঠায় আমি তার ব্যবস্থাকোরব। আর যদি শঙ্করানন্দ ঠাকুর অ্যান্ড সন্‌স্‌ কোনো চিঠিইতিমধ্যে তোমার মাসিমাকে লেখে, তবে সে চিঠি তখুনিপাঠিয়ে দিয়ো মিরাশীতে।

'সন্ধ্যারাগ' এখানকার সুবর্ণসঙ্ঘের অধিবেশন পড়াহচ্চে—কাগজে সে খবর বেরিয়েছে তোমার মাসিমার নামদিয়ে, বোধহয় দেখে থাকবে। এখানে এসে সকলের মুখে ওর উপন্যাসের যথেষ্ট প্রশংসা শুনলুম। নার্সারির দ্বিজেন মল্লিক বৃদ্ধ ভদ্রলোক—তিনি কাল আমায় ডেকে বল্লেনবিভূতিবাবু, আমরা উপন্যাসের কয়েকটা অধ্যায় শুনেছি সেদিনসুপ্রভাদেবীর।বড় চমৎকার লেখা। মেয়েটিকে একবার দেখতেইচ্ছে করে। শুনে আমার মন গর্বে ও আনন্দে ফুলে উঠলো।

কাগজ পাঠানোর কথা লিখেচ বটে, কিন্তু প্রবাসী ছাড়াআমি নিজে কোনো কাগজই পাব না। অনেক জায়গায় ঘুরেবেড়াবো। কোন্‌ ঠিকানায় তারা কাগজ পাঠাবে ?যদি আমার হস্তগত হয়, তবে তুমি নিশ্চয় পাবে। পরিমল

আমার ফোটো উঠিয়েছে কিন্তু প্রিন্ট করার পর সময়াভাবে তার সঙ্গে আর দেখা করতে পারলুম না। সেও ছুটিতে। শনিবারে দেশে চলেযাবে। সুতরাং পুজোর পরে ভিন্ন ফোটো পাঠানো সম্ভব হবে না।

জর্জিনার কথা শুনে খুশি হয়েচি। জর্জিনাকে আমারস্নেহাশীর্বাদ দিয়ো। বড় ভাল মেয়ে। প্রায়ই মনে হয় জর্জিনারসেই বেঙাচি ধরবার আবদার। সেদিন সেই ওয়ার্ড লেকে বেড়াতে গিয়ে মনে আছে ?আশা করি একদিন আবার সকলেরসঙ্গেই দেখা হবে।

আমার স্নেহাশীর্বাদ নিবি।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুঃ—চিঠি দিয়ো না কোন ঠিকানাতে, আমি আবার নালেখা পর্যন্ত। কোথাও দু-তিনদিনের বেশি থাকব না। বিশেষত কবে কোথায় থাকি তার কোনো স্থিরতা নেই—একরাঁচি ছাড়া।[1]

[1](সেবা, সুপ্রভা দত্তের বোনঝি ছিলেন। বিভূতিভূষণ তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। —নির্বাহী সম্পাদক)